অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

বুদ্ধিজীবী হত্যার পোস্টমর্টেম

ইশা মোহাম্মদ

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ না হলে কী বুদ্ধিজীবীরা নিহত হতেন? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে কী শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পোস্টমর্টেম করতে হবে? পোস্টম আমরা ইতিহাস-ভূগোলটা দেখি। ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ঘোষণা দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে, হত্যার বিচারের বিষয়ে দেশ, জা দায়িত্ব শেষ করেছে? তাহলে জহির রায়হানের কী হবে? তারটা তো পরে। ১৪ তারিখটাই নেওয়া হলো কেন? তার আগে যেসব বুদ্ধিজীবী শহীদ হ মার্চের পর থেকে তাদের জন্য কোন তারিখটা হবে? নাকি সবকিছু গড় করে (১৪ ডিসেম্বরের অনেক আগে ও পরের) ১৪ তারিখটা ঠিক করা হয়েছে হয়ে যায় নাকি? মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সব বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে ১৪ তারিখের বুদ্ধিজীবী হত্যার সম্পর্ক কী? এটি একটা হিসাব হতে পারে, প্রথম দি হয়েছিল তাতে কোনো বাছবিচার করা হয়নি। সত্যিই কী কোনো বাছবিচার করা হয়নি? ঘাতকচক্র কী এলোপাথাড়ি গোলাগুলি করেছিল? নাকি তা কিসিমের? এসব প্রশ্নের জবাবের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে-পরের বুদ্ধিজীবী হত্যা ও নির্যাতনের সম্পর্ক আছে মনে করা হলে কী খুবই অন্য হবে?

একটু পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া যাক। '৪৭-এর পর থেকেই মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারীরা বেশ শঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তখনকার দিনে বুদ্ধিজীবীরা কোনো দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী নিহত হলেই শঙ্কিত হয়ে ভাবতেন। একই ঘটনা এ দেশেও ঘটবে। সবাই কেমন জানি সন্ত্রস্ত হয়ে যেতেন। ঢাকা ড. আবু মাহমুদকে পিটিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল, তিনি প্রচণ্ড মার খেয়েও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয় ফজলুল করিম জেলে নির্যাতিত হয়েছিলেন। মুনীর চৌধুরী জেলে বসে 'কবর' রচনা করেছিলেন। একই সঙ্গে নিজের কবরের মাটিও খুঁড়েছিলেন। অন্ধকারে গুলি করে নর হত্যা করা হয়েছিল। হকের বেঁচে যাওয়াটা ছিল নিছক কাকতালীয়। পাকিস্তানে প্রগতিশীল রাজনীতিকরা, মুক্তবুদ্ধির মানুষরা গৃহীত হননি। প্রচারণাটা এমন ছিল, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা যেন অন্য জগতের মানুষ। বাংলার মানুষের সামাজিক বোধটাই এমন, কবি-সাহিত্যিক তারা বুদ্ধিজীবী হিসেবে নেয় না। শিক্ষক, উকিল, নাট্যকর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী সুকুমার শিল্পীরা পেশাজীবী হিসেবে পরিচিত হয়। বুদ্ধিজীবী শুধু তারা লেখেন, সাহিত্য রচনা করেন। আর সব সাধারণ মানুষ। আলোচিত না হলে, জনমত সৃষ্টি না হলে, জনসাধারণ ঠিকমতো ধরতে পারে না কে বু রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক নেতাকর্মী নিহত হওয়াটা এ দেশে গা-সওয়া। ব্রিটিশ আমল থেকেই তারা দেখে আসছে, বড় বড় নেতারা নিহত হয়েছেন জীবন দিয়েছেন। তাই সাধারণ মানুষের ধারণা, রাজনৈতিক কর্মীর বিচারে বা বিনা বিচারে মৃত্যু এ দেশে স্বাভাবিক। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর মৃত্যু তাদের স্বাভাবিক মনে হয়নি। কত লোকই তো জেল খেটেছে; কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের জেলখাটা তাদের মনে অন্যরকম আঘাত দিয়েছে। তাই বাংলা হত্যার ঘটনা বাংলাদেশের মানুষরা ভুলছে না। বারবার করে তাদের মনে এ রহস্য উদঘাটনের আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে, আর বারবার করেই তা মাঠে মা রহস্যই থেকে যাচ্ছে। তবুও তারা বিচার চায়। আর বিচারক পোস্টমর্টেম রিপোর্ট চায়, সাধারণ রিপোর্ট নয়। ভাবে সপ্তমী জাতীয় রিপোর্ট। কিন্তু যতদূর সপ্তমী কিংবা পঞ্চমী জাতীয় পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এখনো পাওয়া যায়নি। সেখানে কয়েকটি মৌলিক (ভাব ও বস্তুগত) প্রশ্ন রয়ে গেছে। তার ক্লুযুক্ত আলা না পাওয়া গেলে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কমপ্লিট হবে না। আর সে কারণেই সব কাজ থেমে থেমে পেছাচ্ছে, এগুচ্ছে না।

প্রশ্নগুলো কী? অনেকেই জানতে চায়। অত্যন্ত গোপনীয় বিধায় সবাইকে বলা যায় না। কাউকে কাউকে বিশ্বাস করে আলাপ করা যায়। প্রথম প্রশ্নটি হ কেন? মরল এ কারণে যে, তারা পালায়নি। কেন পালায়নি? পালিয়ে যাবে কোথায়? গ্রামেগঞ্জে গিয়ে থাকার জায়গা ছিল না। তাছাড়া সংবাদ প গ্রামগঞ্জে রাজাকার-আলবদর আছে এবং সেখানেও 'ধরে নেওয়া' এবং 'মেরে ফেলা' কাজ চলছে। তাই গ্রামগঞ্জে গিয়ে বেঁচে যাওয়া যাবে– এমন তাহলে মুজিবনগরে, মানে ভারতে গেল না কেন? ভারতে যাওয়াটা অনেকেই পছন্দ করেননি। হয়তো ভরসা পাননি, আরো নানান হিসাব-নিকাশ যাওয়া, আর পরিণামে শহীদ হওয়া।

তাহলে কী তারা পাকিস্তানপন্থি? বাংলাদেশপন্থি কী কেউ ছিলেন না? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, তারা নৃ-তাত্ত্বিক চরিত্রের কথা বলে, আবার বাংলায় লেখে। বাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বলে, লেখে; যার মধ্যে কিছু নাজায়েজি আছে। কয়েক বছর ধরে বাংলাদে প্রশ্নে একাত্ম হয়ে গেছে। আবার ভাষা আন্দোলনের পরও বাংলাদেশের কৃষ্টি-কালচার নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, আবার শুন বাজিয়ে। তারা 'গোশত' না খেয়ে 'মাংস' খায়। তাদের দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত লেখান যায় না। তারা পাকিস্তানি হতেই পারে না। বাংলাদেশী। আওয়ামী লী বসা না থাকলেও, ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও তাদের বাঙালিপনার জন্যই তারা নিধনযোগ্য। তাই তারা নিহত হয়েছেন। এমন তো হাজার হাজার, লাখ হয়, তাদের মধ্যে এরাইবা মরবে কেন? বাছাইকৃত হয়ে মরবে কেন?

মরবে এ কারণে, তাদের নাম-ঠিকানা আগে থেকেই জানা। তারা নিছক বাংলাদেশী নয়, বাঙালি নয়, তারা অন্য মানুষ। কেমন মানুষ? তাদের পরিচয় তাতে আর সাধারণ মানুষ মনে হয় না। সাধারণ মানুষ হলে কেবল রাজাকার, আলবদর, আলশামসের তালিকায় তাদের নাম থাকত। খোদ পাকিস্তা সিআইএ থেকে তাদের নামের তালিকা আসত না। রাজাকারদের তালিকাতে তাদের নাম থাকলেও বিশেষত তারা বুঝত না। গ্রামগঞ্জে রাজাকার-আল ধরে ধরে মারা আর তাদের ধরা-ছাড়া, আবার ধরা এবং শেষ পর্যন্ত মারা এক কথা নয়। পাকিস্তানের হেডকোয়ার্টার যাদের তালিকা দেয় তারা সাধারণ

তারা সবসময় নজরবন্দি থেকেছে আর সময় মতো মারা পড়েছে। তাদেরকে মরতেই হবে। আজ না মরলে মরবে কাল। ইতিহাসের কারণে, প্রতিভা নতিক বিশ্বাসের কারণে, নৈতিক দৃঢ়তার কারণে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে।

নৈতিক দৃঢ়তার প্রশ্ন আসছে কেন? আসছে এ কারণে, তাদের মতোই প্রতিভাবান, বাঙালিপনা চেহারার অনেককেই কেনা হয়েছে পয়সা দিয়ে। বুদ্ধি বাজার আছে। এনবিআর জাতীয় হরেকরকমের বাজার। বাজারিদের নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। শুধু তাদেরকে কেনা যায়নি, যারা 'ত্রি ত' তাদের মারা হ এপারে থাক বা ওপারে থাক। যারা 'দর্শন' সমর্পণ করে না, তারা মরবে। এপারেও, ওপারেও। ওপারেতে মরবে কে বলেছে তাদের? বলেছে সতীর্থ বু 'ত্রি ত' তারা। ভয় দেখিয়েছে, ভারত আর আওয়ামী লীগ এক হয়েছে। তারা শ্রেণীশত্রু। একবার হাতে পেলে আর রক্ষা নেই। ঘাড় মটকে খা কুপ্ররোচনায় সন্ত্রস্ত হয়ে ঘাপটি মেরে থাকা। ত্রি তদের কুশলী কথায় ভুলে থাকা এবং অবশেষে ত্রি তদেরই অঙ্গুলি হেলনে শহীদ হওয়া। ত্রি দিলে কি মরত না? মরতই, তাদেরকে মরতেই হতো। আজ না মরলে মরত কাল।

আর কি পাওয়া গিয়েছিল পোস্টমর্টেমে। শ্রেণীঘৃণা আর মার্কসবাদ। কলজে কেটে এর চেয়েও বেশি কিছু পাওয়া যায়নি। তার ওপরে আবার সে পাঠোদ্ধার করা যায়নি। পাঠোদ্ধার করা না গেলে তা আর রিপোর্ট করা যায় না। তাই চূড়ান্ত রিপোর্ট করা যাচ্ছে না। বিচারও হচ্ছে না। শুধু কি তাই, এ হচ্ছে না? না, অন্য কোনো কারণ আছে?

পাবলিকের গুঞ্জনে অন্য কারণের গন্ধ পাওয়া যায়। যেমন, '৭৫-এর আগ পর্যন্ত আওয়াজটা ছিল– তারা বাঙালি না কমিউনিস্ট তা নির্ণয়ের এসিড টে হওয়া। '৭৫-এর পর থেকে বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী, না আওয়ামী বুদ্ধিজীবী শহীদ হয়েছেন তা ভালো করে বোঝার জন্য নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করা হতে থ চলছে। পর্যবেক্ষণ শেষ হলেই বিচার শুরু হবে। তবে আরো একটি প্রশ্ন আসবে। সব প্রশ্নের মীমাংসা হলে পর আর একটি প্রশ্ন আসবে। এরা মুসলমান প্রশ্নের আরম্ভের যে আরম্ভ, সে আরম্ভেরই আরম্ভ শুরু হয়নি। তাই প্রশ্নটি এখন অবান্তর, তৎকারণে বিচার বোবা।

লেখক : শিক্ষক

Print

Acting Editor: Muzzammil Husain
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: 8802-9889821,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft